OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - i, January 2024, tirj/January 24/article - 16
Website: https://tirj.org.in, Page No. 141 - 148
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - i, published on January 2024, Page No. 141 - 148
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
(SJIF) Impact Factor 6.527, e ISSN : 2583 - 0848

বিষয়বৈচিত্র্যে ভগীরথ মিশ্রের ছোটগল্প

শঙ্খ দত্ত
গবেষক, বাংলা বিভাগ
কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়
Email ID: shankhadutta00@gmail.com

Received Date *11. 12. 2023*
Selection Date *12. 01. 2024*

Keyword
Poverty, Famine, Superstitions, Romance, Corruption, Class conflict, Humour.

Abstract
Bhagirath Mishra has a wide range of diversity in the contents of his short stories. From politics to social values, romance to humour- he explored in different areas or topics. In his early stories he was analytical about the impact of extreme left and leftist politics upon the society and human lives along with its significance, misuse of power and corruption. His thoughts on contemporary politics are also reflected in his recent stories. Poverty, starvation of marginal, poor people due to natural calamity, deprivation or the infamous famine of 1943 were plots of his many stories. Rural life, its superstations, characters of various professions, class conflicts are also seen in Mishra's short stories. He also talked about lust, jealousy, and immoral relations in love stories from psychoanalytic perspective. He is not only a storyteller of marginal people, but also quite aware of urban life and its crisis. Moreover, Bhagirath Mishra is famous for his Humorous and witty stories too.

Discussion

বাংলা সাহিত্যে ভগীরথ মিশ্রের আবির্ভাব সাতের দশকে ছোটগল্পের মাধ্যমে। তাঁর প্রথম প্রকাশিত গল্প 'কদমজালির সাধু' ১৯৭৬ সালে প্রকাশিত হয় বালুরঘাটের 'মধুপর্ণী' পত্রিকায়। এযাবৎ দুই শতাধিক গল্প এবং একাধিক উপন্যাসের লেখক ভগীরথ মিশ্রের সাহিত্যজগত বৈচিত্র্যে ভরপুর। একদিকে যেমন তাঁর গল্পগুলি বিষয়বস্তু, চরিত্রচিত্রণে বিশেষত নিম্নবর্গের বা প্রান্তিক মানুষের জীবনকাহিনী বর্ণনায় অভিনব অন্যদিকে তাঁর গল্পের পটভূমির ভৌগলিক বিস্তারও লক্ষণীয়। রাঢ়বাংলা তথা বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, পুরুলিয়ার প্রান্তিক জনজীবন, লোকাচার, রীতিনীতি ও সংস্কার বারবার তাঁর কথাসাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে। তাঁর প্রথম প্রকাশিত গল্পগ্রন্থ 'জাইগেনসিয়া ও অন্যান্য গল্প' (১৯৮৩) এবং প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস 'অন্তর্গত নীলস্রোত' (১৯৯০)। তাঁর গল্পের পাঠক সম্প্রদায়ের বয়েসের বিস্তারও নেহাত কম নয়। একদিকে যেমন প্রাপ্তবয়স্কের জন্য লিখেছেন গম্ভীর ও লঘুস্বাদের গল্প তেমনই কিশোর বয়েসের জন্যও তাঁর কলম সচল হয়েছে বারবার।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - i, January 2024, tirj/January 24/article - 16
Website: https://tirj.org.in, Page No. 141 - 148
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

১

সাতের দশক স্বাধীনতাত্তোর বাংলার রাজনীতিতে সম্ভবত সবথেকে আলোচিত অধ্যায়। সেই সাতের দশকে যার সাহিত্য জগতে আবির্ভাব, তাঁর গল্পে সময়ের দাবী মেনে রাজনৈতিক প্রসঙ্গ যে থাকবেই তা সহজেই অনুমেয়। ভগীরথ মিশ্রের একাধিক গল্পে আছে অভাব-অনটন, দুর্ভিক্ষের নগ্ন ছবি এবং সাধারণ মানুষের জীবনে তার মর্মান্তিক প্রভাবের কথা। 'হুলমারার ভমরামাঝি'[১] গল্পে আমরা দেখি বছরভর খরা, নামমাত্র ধানের ফলন, ফাল্গুনের প্রথম সপ্তাহেও বাঁধে জলের অভাবে খিদেয় ধুঁকতে থাকা ভমরা মাঝি তার উপোসী বউ নিয়ে পার্টির মিছিলে যায় শুধু ২ কিলো গম পাওয়ার আশায় কিন্তু পার্টির দেওয়া সেই প্রতিশ্রুতি পূরণ হয়না। ক্ষুধার্ত ভমরা হুলমারায় ফেরত যাবার সময় দেখতে পায় রসিকগঞ্জের স্টেডিয়ামে কৃষিমেলা চলছে। ভমরা মাঝি আজীবন কৃষিজীবি কিন্তু সরকারি উদ্যোগে এরকম একটি মেলার কথা সে আজই প্রথম জানতে পেরে বিস্মিত হয় এবং মেলায় প্রবেশ করে। মেলায় টাউনের বাবুবিবিদের দেখার জন্য কারিগর দিয়ে বানানো হয়েছিল বাংলার গ্রামের আদর্শ দুটি কৃষক ও কৃষকপত্নীর মূর্তি। তাদের সুঠাম, পেশীবহুল, প্রাণপ্রাচুর্য্যে ভরপুর চেহারা। এই মূর্তিমান বৈপরীত্য দেখে হতবাক ভমরা মাঝি কারিগরের কাছে জানতে চায় এ কোথাকার চাষীর মূর্তি কারণ অভুক্ত শরীরে খেটেখেটে তাদের পেট আর পিঠের চামড়া প্রায় মিশে যাওয়ার জোগাড়, চাষীবউও কিশোরী বয়স থেকে ক্রমাগত প্রসবিনী হতে হতে অপুষ্টিতে মাত্র বাইশ বছরেই শীর্ণমূর্তি ধারণ করে। অবশেষে ঘুরতে ঘুরতে পরোটা ও মাংসের দোকানের সামনে এসে খাদ্যের সুবাসে তাদের দীর্ঘদিনের আধপেটা উপোসী শরীর আর সামলাতে পারে না। অভুক্ত বাচ্চাটার কথা ভেবে মাটি থেকে তুলে নেয় একটা আধখাওয়া এঁটো কেক, আর ঠিক তখনই ভমরার সঙ্গে চোখাচোখি হয় সেই খড়ের তৈরী কৃষক মূর্তির আর তার মনে হয় তার ক্ষুধাপীড়িত মূর্তিটিকে ব্যঙ্গ করার জন্যই যেন বাবুবিবিরা তার চেহারাটিকে নধর করে গড়েছে এবং সেই স্বাস্থ্যবান খড়ের মূর্তিটি যেন ভমরার উঞ্ছবৃত্তিকে নির্মম রসিকতায় বিদ্ধ করছে। রাগে, ক্ষোভে প্রায় উন্মাদ হয়ে ভমরা লাথির পর লাথি মারতে থাকে তারই সরকারি প্রতিমূর্তিটিকে।

ভগীরথ মিশ্রের 'নাবাল'[২] ছোটগল্পে ফুটে উঠেছে খরা সম্বলিত রাঢ়দেশের এক কৃষকদম্পতির তাদের অনাগত সন্তানের জন্য মাতৃভূমিকে বাসযোগ্য করে তোলার সংকল্পের কথা। কৃষকরা বিশ্বাস করেন আষাঢ় মাসের অম্বুবাচীর দিনে ধরিত্রী ঋতুমতী হন। বর্ষা ক্রমশ বাড়তে থাকে এবং কৃষককে চাষের জলের অফুরান জোগান দেয়। কৃষকরা হাল নিয়ে মাঠে নামে, মজুর-কামিনরা কাজ পায়, হাতে তাদের টাকা আসে, দিনের বেলায় তারা পেটপুরে খেতেও পায়। বিকেলেও মুড়ি জুটে যায়। মাইন্দারদের উদয়াস্ত পরিশ্রমে যতদূর চোখ যায় সবুজ ধানের চারা লকলক করে ওঠে এসময়। কিন্তু বাংলার সর্বত্র কিন্তু এই ছবি চোখে পড়ে না। রাঢ়বাংলাতেও অম্বুবাচী ফি বছর নিয়ম করে আসে ঠিকই কিন্তু বসুমতী কৃষককে চাষের জল জোগান না। আষাঢ়েও খরায় ধূধূ করে চারদিক। কাতারে কাতারে ক্ষেতমজুর কাজের আশায় গৃহস্থের দরজায় হত্যে দেয়। গৃহস্থও সুযোগ বুঝে মজুরি কমিয়ে দেয়, দাদনের দাম ওঠে নামমাত্র। এই ছবি আষাঢ়-শ্রাবণের। এর পরের তিন মাস ভয়াবহ অনটন। এই অনটন থেকে বাঁচতে প্রতি বছর রাঢ়বাংলা থেকে দলে দলে কৃষক অম্বুবাচীর পরেই হাজির হয় সমতলে। আলোচ্য গল্পের আমঝরণার সুখেন মুড়ার সঙ্গে পূণ্যাপানির রূপী সিং-এর প্রথম দেখা ও প্রেম হয় বর্ধমানের কোনও শস্যশ্যামল মাঠে। সেখান থেকেই পরিণয়। কিন্তু বর্তমানে আসন্নপ্রসবা রূপী সুখেনের হাজার বারণ সত্ত্বেও নিজ সন্তানের ঝুঁকি নিয়ে হলেও পৌঁছোতে চায় নাবালে। আজন্মলালিত সংস্কার রূপীকে শিখিয়েছে শিশু জন্মের পরে প্রথম নজরে যা দেখে তা-ই তার চোখে স্থায়ী হয় আজীবন। রূপী তাদের ভালোবাসার সন্তানকে তাই কিছুতেই দেখতে দেবে না রাঢ়দেশের আদিগন্ত বিস্তৃত ফুটিফাটা ধূসর জমি, খরা, অনটন। শিশুর চোখে সে এঁকে দিতে চায় চিরকালের সবুজ ধানের আশ্বাস। স্ত্রীর ইচ্ছায় সুখেন প্রথমে সায় দিলেও পরে কিন্তু সে নাবালে যায় না। চোয়াল শক্ত করে সংকল্প করে তাদের আগত সন্তান যেন তাদের জমিতেই ভবিষ্যতের আশ্বাস খুঁজে পায়। তাকেও যেন রূপী-সুখেনদের মতো ঘরদোর ফেলে যেতে না হয় নাবালে- তার জন্য সে আপ্রাণ চেষ্টা করবে মুছে দিতে অলক্ষ্মীর হাতের আল্পনাগুলি।

'বাঁশফুলের কাব্য'[৩] গল্পে দেখা যায় সরকারি মঞ্চের প্রধান অতিথি কালাপানি ফেরত উপর-ভালকীর স্বাধীনতা সংগ্রামী ধরমদাস শিকারীর মন মন্ত্রীর গাড়ির হুটারের 'উয়া- উয়া' শব্দে এক লহমায় পিছিয়ে যায় বহুবছর। তাঁর মনে পড়ে

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - i, January 2024, tirj/January 24/article - 16
Website: https://tirj.org.in, Page No. 141 - 148
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

উনপঞ্চাশ (১৯৪২) সনে প্রবল বৃষ্টিতে শীলাবতী- দারকেশ্বরের বন্যায় রাতারাতি ফসলে ভরা মাঠগুলো ডুবে গেল জলের তলায়। দেড় সপ্তাহ পরে জল নামলে দেখা গেল ধান আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। পরের বছরই শুরু হল কুখ্যাত পঞ্চাশের মন্বন্তর। একই সঙ্গে চলছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধও। রাতারাতি যাবতীয় জিনিসের দাম পৌঁছে গেল সাধারণ মানুষের ধরাছোঁওয়ার বাইরে। মানুষ প্রথমে ঘটিবাটি বেচতে শুরু করল, তারপর খেতে শুরু করল কচু- কন্দ। ধরমদাস শিকারীর দল ও সরকারি সহযোগিতায় লঙ্গরখানা চালু হল অভুক্ত মানুষের জন্য। কিন্তু সেখানেও দেড়শো জনের আয়োজনে হাজির হতে থাকল হাজার জন। এরপরে সরকারি খয়রাতেও দূর্নীতি শুরু হলে মানুষের দুর্দশা আরও বেড়ে গেল। সামান্য মুড়ির জন্য মানুষ মানুষকে খুন করল। দরজায় দরজায় শুরু হল একটু ফ্যানের জন্য হাহাকার। জীবন্ত অবস্থায় মানুষকে খুবলে খেত শকুন। বাধা দেওয়ার জোরটুকুও মানুষের ছিল না। ধরমদাসকে সেসময় বুভুক্ষু, আক্রমণোন্মুখ শকুনের পালের হাত থেকে রক্ষা করেছিল তাঁর সংঘের লোকেরা। মন্ত্রীর গাড়ির হুটারের শব্দ যেন ধরমদাসের কানে সেদিন শকুনের সেই 'উয়া- উয়া' চিৎকার হয়ে আজ আবার সর্বাঙ্গ কাঁপিয়ে দেয়। বাঁশগাছের ফুল গল্পে হয়ে ওঠে দুর্ভিক্ষের প্রতীক কারণ ধরমদাসের মতো গ্রামের অসংখ্য মানুষ বিশ্বাস করতেন বাঁশফুল তখনই ফোটে যখন দুর্ভিক্ষ হয়। অথচ মন্ত্রীর স্ত্রী আবদার করেন বাঁশফুল দেখার। ভগীরথ মিশ্র তাঁর গল্পে দেখালেন গ্রামের মানুষের কাছে যা আতঙ্কের, মন্ত্রীর মতো একজন জনপ্রতিনিধির কাছে তা বিলাসিতার উপাদান।

মন্বন্তরের অনটনের একই ছবি রয়েছে 'দুর্ভিক্ষ ও বেহালাবাদক'[৪] গল্পেও। এই গল্পে আমরা দেখি এক প্রায়োন্মাদ, শীর্ণদেহ যুবক শতচ্ছিন্ন পোশাকে উপস্থিত হয় হেমাঙ্গবাবুর বাড়ির দরজায়। হেমাঙ্গবাবু তখন রান্না চাপাতে যাচ্ছিলেন। যুবকটি নির্দ্বিধায় তাঁকে হুকুম করে তার জন্যও চাল নিতে। হেমাঙ্গবাবু আতঙ্কিত হয়ে দেখেন কোনও একসময়ে সঙ্গীতচর্চা করা মার্জিত যুবকটি আজ খিদের জ্বালায় পরিণত হয়েছে এক জন্তুতে। তার চেহারা, খাওয়ার ভঙ্গি ও অনন্ত ক্ষুধা- সবমিলিয়ে রীতিমত ভয় উদ্রেককারী চেহারা। রূঢ় বাস্তবতার ঘা খেয়ে তার স্বভাব থেকে লুপ্ত হয়েছে সব রকম পরিশীলন। একসময় বেহালার বাজনা শুনেই রাগ চিনে ফেলা শিল্পী যুবকটি যাওয়ার আগে হেমাঙ্গবাবুর বেহালাটি আছড়ে ভেঙ্গে ফেলে। এভাবে সে যেন এই প্রবল ক্ষুধার সামনে পৃথিবীর যাবতীয় ললিতকলার বিলাসীচর্চার বিরুদ্ধেই তার প্রতিবাদ জানিয়ে যায়।

২

ভগীরথ মিশ্র পেশায় সরকারি আধিকারি হলেও ছোটবেলা থেকেই তাঁর অভিজ্ঞতার ঝুলিটি নানা বর্ণময় ঘটনায় পরিপূর্ণ। স্কুলে পড়ার সময় থেকেই অরণ্যের বিভিন্ন রোমান্টিক বর্ণনা শুনে স্কুল ছুটির পরে দীর্ঘক্ষণ জঙ্গলে কাটানো, কখনও সাপুড়ের সঙ্গী হওয়া, কখনও বা ম্যাজিশিয়ানের সাকরেদি করা- ইত্যাদি নানাবিধ ঘটনার অভিজ্ঞতা তাঁর কাহিনিগুলিকে করে তুলেছে বৈচিত্র্যপূর্ণ। এছাড়াও সরকারি চাকরির সুবাদে নানা শ্রেণির মানুষের সঙ্গেও মিশেছেন তিনি। তাদের বিচিত্র সব জীবনের গল্প, অভিনব জীবিকা এবং নানা সংস্কার লেখকের কল্পনার সঙ্গে মিশে সমৃদ্ধ করেছে তার সাহিত্যকে। তাই আমরা দেখি তাঁর গ্রামজীবনকেন্দ্রিক ছোটগল্পগুলিতে জীবিকার বৈচিত্র্য, প্রান্তিক মানুষের বিভিন্ন কুসংস্কার ও ব্যক্তিজীবনের নানা স্বার্থের সংঘাতের ছবি ফুটে উঠেছে।

'পটিদার'[৫] গল্পে আমরা পাই কদমাগড়ের পটশিল্পীদের কথা। বংশপরম্পরায় তারা পট এঁকে, গান গেয়ে জীবিকা অর্জন করত কিন্তু সিনেমা, থিয়েটার আসার পর সেগুলোই গ্রামের মানুষের প্রধান মনোরঞ্জনের উপায় হয়ে উঠল। তাদের পৌরাণিক ছবির পটের চাহিদা কমে গেল। ফলে ঝলক পটিদার শুরু করল মরা মানুষের ছবি আঁকার ব্যাবসা। পরলোকগত আত্মীয় স্বর্গে শান্তিতে আছে কিনা জানার বাসনায় অনেকেই পটিদারকে ডেকে পাঠাত আত্মার স্বর্গত চেহারাটির ছবি আঁকতে। মানুষের মনের এই দুর্বলতার সুযোগে তাদের প্রতারিত করেই বেঁচে থাকার রসদ সংগ্রহ করত পটিদাররা। 'ঘাতক'[৬] গল্পে এসেছে করালী বাগদীর কথা। তার তিনপুরুষের পেশা বলি দেওয়া। বলিপ্রথাকে কেন্দ্র করে গ্রামের ভক্তিপরায়ণ প্রাচীনের দলের সঙ্গে কৃষ্ণকিশোরের নেতৃত্বে নবীনের দলের যুক্তির লড়াই চলে। ঘাতক করালীর ব্যক্তিগত জীবনের টানাপোড়েন, বলিকে কেন্দ্র করে তার ব্যবসায়িক পরিকল্পনা, বলি দেওয়ার পূর্বে নানারকম ধর্মাচার- সবই এসেছে গল্পটিতে। 'জনকুঁদরা'[৭] গল্পে আমরা পাই রাঢ়দেশের নিম্নবর্গের জীবনের এক বিচিত্র লোকাচারের সন্ধান। সন্তান কামনায়

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - i, January 2024, tirj/January 24/article - 16
Website: https://tirj.org.in, Page No. 141 - 148
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

নিঃসন্তান দম্পতির গৃহে তান্ত্রিক স্থাপন করে এক অশরীরীকে। তারই সহায়তায় স্ত্রীর গর্ভসঞ্চার হয়- এমনটাই বিশ্বাস মানুষের। এমনই আরেক অশরীরীর নাম ধনকুঁদরা- যার কাজ মানুষকে সম্পদশালী করে তোলা। কিন্তু জনকুঁদরা স্থাপনের পরই সুখেন ও অণিমার দাম্পত্যজীবনে ঘনিয়ে আসে সঙ্কট। সুখেনকে রাতে কাজে ব্যস্ত রেখে তার স্ত্রীর সঙ্গে অবৈধ সম্পর্ক গড়ে তোলে তারই মালিক ধীরেশ দত্ত। আবার 'দুধকোহরা'[৮] গল্পেও এসেছে এক বাস্তুসাপের খোঁজ। সে গৃহস্থেরই বাড়িতে লুকিয়ে থাকে আর রাতে গোপনে দুগ্ধবতী গাভীর বাঁট থেকে শুষে নেয় দুধ। নয়ন স্বপ্ন দেখে তরুণ পতিতের সঙ্গে নিজের পঞ্চদশী ভাইঝির বিবাহের ওদিকে পতিত কামনা করে দুই সন্তানের জননী নয়নকে। লাজুকস্বভাব, উপকারী পতিতের মনের কোন গভীরে লুকিয়ে ছিল এই অন্যায্য কামনা ঠিক দুধকোহরারই মতো, আবিষ্কার করে স্তম্ভিত হয়ে যায় নয়ন। আলোচ্য গল্পগুলিতে এইধরনের অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কার প্রায়ই ভগীরথ ব্যবহার করেছেন রূপকার্থে যেখানে জনকুঁদরা বা দুধকোহরার রূপকের আড়ালে থাকে চেনা মানুষেরই বিশ্বাসঘাতকতা। এরকমই আরেকটি কুসংস্কারের গল্প 'কাকচরিত্র'[৯]। ছদ্মবেশী মহাকাল কাককে বশ মানানোর জন্য কাকসাধনা করে খোঁড়া কেশব। সুখী ভবিষ্যতের লোভ দেখিয়ে প্রথমে ভানুমতীকে সে ভৈরবী বানালেও শেষপর্যন্ত ভানুমতী তার স্বামীকে ত্যাগ করে যায়নি। ফলে প্রেমের আশ্বাসই জয়ী হয় গল্পে। সুন্দরবনের এক হরবোলার জীবনযুদ্ধের গল্প 'কুয়েল'[১০]। পেশা হিসাবে এটি যে যথেষ্টই অভিনব তা অনস্বীকার্য। হরবোলা কৈলাস সর্দারকে গ্রামবাসীরা সন্দেহের বশে অপয়া আখ্যা দিলেও নিজের প্রাণের বিনিময়ে দুই সন্তানের হতভাগ্য বৃদ্ধ পিতা কৈলাস তারই গ্রামের কিছু মধুসন্ধানীর জীবন বাঁচিয়ে যায় নিজের স্বরক্ষেপণকে ব্যবহার করে।

৩

নিম্নবর্গের প্রান্তিক মানুষের প্রেম ও দাম্পত্যজীবন এবং সম্পর্কভাবনা নিয়েও বেশ কিছু ছোটগল্প রচনা করেছেন ভগীরথ মিশ্র। নিছক প্রেমই নয়, বরং মানুষের মনের অন্ধকার বিবরে লুকিয়ে থাকা রিপুগুলিরও প্রকাশ পেয়েছে তাঁর সৃষ্ট চরিত্রের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায়। যেমন 'দৃষ্টি'[১১] গল্পটি প্রকৃতপক্ষে অন্ধ ভিখিরি কৈলাস শিকারীর অন্তর্দৃষ্টির কাহিনী। এই দৃষ্টির সন্ধান পেয়েই লৈতন ভয় পায় তার প্রেমকে স্বীকার করতে। অন্ধ কৈলাসকে অল্প বয়সী ছেলেদের উপদ্রবের থেকে বাঁচানোর বাহানায় লৈতন প্রতিদিন তাকে সঙ্গ দিত। কৈলাসের সঙ্গে গল্প করার অছিলায় সে প্রতিদিনই তার ঝুলি থেকে ভিক্ষের চাল তুলে নিত এক মুঠো। লৈতন ভেবেছিল অন্ধ কৈলাস তা টের পাবে না কোনোদিন। কিন্তু কৈলাস একদিন তাকে জানায় সে সব বুঝেও তাকে প্রশ্রয় দিয়েছে কারণ সে লৈতনকে ভালোবাসে এবং চায় লৈতন তার সন্দেহপ্রবণ স্বামীকে ছেড়ে তার সঙ্গে থাকুক। লৈতন বুঝতে পারে সে তার চক্ষুষ্মান স্বামীর চোখকে হয়তো বা ফাঁকি দিতে পারবে কিন্তু কৈলাসের মনের চোখকে ফাঁকি দেওয়া তারপক্ষে নিতান্তই অসম্ভব। 'লাবণের বয়স'[১২] গল্পের পাত্রপাত্রী যৌবন অতিক্রান্ত এক প্রৌঢ় দম্পতি। লাবণ প্রৌঢ় হলেও তার শরীরের বাঁধুনি জোয়ানের মতই। স্বাস্থের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে তার মনও নবীন। কিন্তু প্রৌঢ়ত্ব ধীরে ধীরে দখল করেছে তার স্ত্রী পারুলের লাবণ্য। স্বামীর প্রাণপ্রাচুর্যের সঙ্গে আর পাল্লা দিতে পারে না সে। তাই লাবণের ছেলেমানুষী দেখে সে ক্ষুব্ধ হয়। প্রতিটি প্রেমের মুহূর্তে সে লাবণকে স্মরণ করিয়ে দেয় তার প্রকৃত বয়স। নিজের বার্ধক্যকে ঠেকাতে না পেরে পারুল যেন ঈর্ষা করে লাবণের তারুণ্যকে। আমরা বুঝতে পারি প্রেমের থেকেও বেশি প্রেমের নিরাপত্তাহীনতা গ্রাস করে পারুলের মনকে। তাই স্বামীর প্রেমালাপের মুহূর্তে তার মাথায় একটি পাকাচুল আবিষ্কার করেই উল্লসিত হয় সে। লেবারণ পন্ডিত ওরফে 'লেবারণ বাদ্যিকর'[১৩] - এর বিয়ে হয়েছিল সাত বছর বয়সে। দশে পা দিতে যখন স্ত্রীকে আনার সময় হল তখন প্রতিশ্রুত পণ না পেয়ে তার শ্বশুর মেয়েকে তার ঘরে পাঠালো না। সেই থেকেই লেবারণ প্রেমের কাঙাল। একাধিক নারীসঙ্গ করলেও স্ত্রীকে ভালোবাসার, স্ত্রীর ভালোবাসা পাওয়ার সুখ সে উপলব্ধি করেনি। অবশেষে সে তার স্ত্রীকেই খুঁজে পায় পরকীয়ার গোপন অভিসারে গিয়ে। সেখানে বৃদ্ধ স্বামীর প্রেমে তারই প্রাক্তন স্ত্রীর আত্মপ্রসাদ দেখে সে আবার নতুন করে উপলব্ধি করে দাম্পত্য জীবনের মহিমা। একইভাবে অপরের সুখী দাম্পত্যই 'চিনিবাসের ঘরে ফেরা'[১৪] গল্পে চিনিবাসের প্রেম জাগিয়ে তোলে স্ত্রীর প্রতি। কিন্তু সবকিছু নতুন করে শুরু করার আশা নিয়ে বাড়ি ফেরার পথে প্রবল দাবদাহে মৃতপ্রায় চিনিবাসের স্ত্রীর সাথে পুনর্মিলন অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। 'পুলকরেখা'[১৫] গল্পে সুভদ্র, সুরোজগেরে মনোহর অনেক করেও মন পায় না দ্বিতীয় পক্ষের তরুণী স্ত্রী সুবাসীর। কিন্তু এহেন ভদ্র মনোহরের

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - i, January 2024, tirj/January 24/article - 16
Website: https://tirj.org.in, Page No. 141 - 148
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

নামেই পরকীয়ার গুজব শুনে তীব্র ঈর্ষায় সুবাসী মনোহরকে তীব্র বাক্যবাণে বিদ্ধ করলে হঠাৎ যেন মনোহর দাম্পত্য জীবনের প্রকৃতসুখের গোপন চাবিকাঠিটি আবিষ্কার করে পুলকিত হয় এবং প্রার্থনা করে সুবাসীর এই ঈর্ষা যেন কখনও না ফুরায়। 'চকমকি পাথর'[১৬] গল্পে জড়বুদ্ধি গোলোকের মনে স্বল্পদিনের নিষ্কাম স্ত্রী সহবাসেই প্রেমের জাগরণ হয়। অবশেষে বিচ্ছেদের প্রাকমুহূর্তে অসীম সাহস জোগাড় করে সবার সামনে সে স্ত্রীর হাত ধরে নিজেদের সম্পর্ককে স্বীকৃতি দেয়।

৪

কোনো সৎ সাহিত্যিকই তাঁর সমকালীন যুগ ও সমাজ সম্পর্কে উদাসীন থাকতে পারেন না। ভগীরথ মিশ্রও তাঁর ব্যতিক্রম নন। একাধিক গল্পে তাঁর রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিফলিত হয়েছে। তাঁর গল্পগুলিকে কোনো নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দলের মতপ্রচার করার জন্য তিনি ব্যবহার করেননি বরং মানুষের জীবনে রাজনীতির ভূমিকা তথা ভালো মন্দেরই বিশ্লেষণ করেছেন তাঁর ছোটগল্পে। যেমন, 'স্বজনের জন্য'[১৭] গল্পে সরাসরি এসেছে ২০০২ এর গুজরাট দাঙ্গার কথা। এই গল্পে আমরা দেখি কথক চাকরিসূত্রে ফুলঘরা গ্রামের বাসিন্দা। গ্রামের বকুলতলায় দাঙ্গায় তৎকালীন গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রীর ভূমিকা, মুসলমান মেয়েদের পেট চিরে ভ্রূণ বের করে আনার মত নৃশংসতা ইত্যাদি নানাবিধ টুকরো টুকরো খবর নিয়ে তখন সর্বদা আলোচনা চলে গ্রাম্য মজলিশে। লেখকও কখনও কখনও অবসর সময়ে শ্রোতা হিসাবে যোগ দেন এইসব আড্ডায়। এরকমই একদিন আলোচনা চলাকালীন সূর্য ডুবতে দেখে গ্রামের প্রবীণ বাসিন্দা সনাতনের মনে পড়ে বহুবছর আগে গোবিন্দ নামহাতার দেওয়া ভুল খবরের ভিত্তিতে ফুলঘরা গ্রামে আলোচালের ডাঙার মুসলমান আক্রমণের গুজব ও আতঙ্ক। জোনাকির আলোকে শয়ে শয়ে মশালের আলো ভেবে গোটা ফুলঘরা সেদিন রাত জেগে প্রতিরোধের প্রস্তুতি নেয়- গ্রামের দুর্বল নারী, শিশু ও বৃদ্ধদের মা সিংহবাহিনীর মন্দিরে জড় করা, জোয়ানদের নাগাড়ে পাহারা ও টহল, ছুঁড়ে মারার জন্য প্রচুর ইঁটের টুকরো আর মুঠো মুঠো বালি সংগ্রহ করা, কড়াই কড়াই ফুটন্ত জলের ব্যবস্থা, কাচের বোতলের ভাঙ্গা টুকরো, লাঠিসোটা নিয়ে এভাবে বিনিদ্র রজনী পাহারা চলতে থাকে। সেদিন সবাইকে অবাক করে দাঙ্গা হয়নি ঠিকই কিন্তু দাঙ্গার মুহূর্তের আতঙ্ক সম্পর্কে সবার মনে সম্যক ধারণা তৈরি হয়। ভিন্ন ধর্মের মানুষের প্রতি অবিশ্বাস ও পরস্পরের উপর নির্ভর করতে না পারার মানসিকতার কারণেই একটি গুজবও কীভাবে দাঙ্গা লাগাতে পারে- এটাই দেখিয়েছিলেন ভগীরথ মিশ্র। 'জাইগেনসিয়া'[১৮] গল্পটিকে শ্রেণিদ্বন্দ্বের গল্পের একটি যথার্থ উদাহণ বলা যাতে পারে। গল্পে এলা ও গোলাপ ফুলের রূপকের আড়ালে আছে যথাক্রমে সমাজের শ্রমজীবী মানুষ ও তাদের দিনের পর দিন শোষণ করে পুষ্ট হওয়া পুঁজিপতি ও বিত্তবানরা। মডার্ণ নার্শারীর মালিক গোপেশ্বর পালের যাবতীয় খ্যাতি ও সম্পদের পুরো কৃতিত্বটাই তার বাবার আমলের মালি রতন বেজের জন্য কিন্তু রতনের রক্ত জল করা পরিশ্রমের পরেও দিনের পর দিন তার সামান্য মাইনেটি আর বাড়ে না, প্রতিবছর বর্ষায় স্ত্রী সন্তান নিয়ে ঘরের মধ্যে বসেই তাকে ভিজতে হয়। গোলাপ ফুল যেকোনো মাটিতে বাঁচে না তাই রতন প্রথমে জাইগেনসিয়া বা এলা গাছ লাগিয়ে মাটি প্রস্তুত করে, তারপর পরিপুষ্ট এলাগাছের গায়ে পৌষ মাস নাগাদ গোলাপের চোখ লাগিয়ে দেয়। তখন এলা গাছের কান্ড থেকে রস শোষণ করে বেঁচে ওঠে গোলাপ। একদিন নকুল এই পদ্ধতিটাই উলটে দেয়। আজ থেকে সব পুষ্টি এলাশ্রেণির জন্য বরাদ্দ করে নিজের মত করে প্রতিরোধ গড়ে তোলে নকুল। গোপেশ্বরের পুরো বাগান তছনছ করে সে একদিন উদ্দেশ্যহীনভাবে দৌড়ে বেরিয়ে যায়।

রাজনৈতিক ভাবে যখনই নিম্নবর্গের মানুষের কাঁধে কাঁধ লাগিয়ে লড়াই করেছে উচ্চবর্গের মানুষ তখনই তা ইতিহাসের পাতায় বিশেষ জায়গা করে নিয়েছে। কিন্তু উচ্চবর্গের সেই লড়াইয়ে নেতৃত্বটা যদি অভিনয় হয়? তখন যাদের সাথে এই প্রতারণা হল তারা তলিয়ে যায় আরো গভীর খাদে। 'চিকনবাবু'[১৯] গল্পে ধনকুড়া গ্রামে 'চিকনবাবু' নামে পরিচিত শহুরে শিক্ষিত যুবক হিরন্ময় এই কাজটাই করে গোটা খেড়িয়া পাড়ার সঙ্গে। নিজের পিএইচডি থিসিসের স্বার্থে যাদের আশ্রয় পেয়ে একদিন তার প্রাণ বেঁচেছিল, তাদেরই সে উৎসর্গ করে দেয় নিজের গবেষণার কাজে। প্রথমে এই শোষিত লোকগুলিকে সে সরকারি রেটে মজুরি আদায়ের জন্য সঙ্ঘবদ্ধ করে, শাসক ও শোষিতের তত্ত্ব ব্যাখ্যা করে, প্রতিবাদী হতে শিখিয়ে দাশু রায়ের মত জোতদার ও পুলিশের বিরাগভাজন করে তোলে। তাদের মনে বিপ্লবের আগুন জ্বালিয়ে দিয়ে তারপর সে পাশ থেকে সরে আসে এবং দাশু রায়দের মত লোকের দ্বিগুণ আক্রমণের মুখে তাদের ছেড়ে দেয়।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - i, January 2024, tirj/January 24/article - 16
Website: https://tirj.org.in, Page No. 141 - 148
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

'প্রায়োপবেশন'[২০] ও 'বানের জল'[২১] গল্পে এসেছে বামপন্থী রাজনীতির নানা ভ্রষ্টাচার, পার্টির দূর্নীতি, বিরোধী দলের ভোটারদের সঙ্গে বৈষম্যমূলক আচরণ, একদা শ্রেণিশত্রুদের দলে নিয়ে পুরোনো সৎ কর্মীদের ক্ষমতা হ্রাস করা, পুলিশকে দলদাসের মত ব্যবহার ইত্যাদি। আবার 'শবসাধনা'[২২] গল্পে আমরা দেখি একদম সাম্প্রতিক সময়ের পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতির নানা ঘটনার প্রতিফলন। এসেছে ডোল রাজনীতি ও বুদ্ধিজীবী, মোমবাতি মিছিল, জার্সি বদলের মত শব্দ, জননেতার 'পাবলিক ইমেজ' ও আসল চেহারার মধ্যে সামঞ্জস্যহীন রূপটির কথা, ভোটে সহানুভূতি পাওয়ার আশায় নিজের দলের লোককেই খুন করানো ইত্যাদি। 'জাইগেনসিয়া' থেকে 'শবসাধনা'র যাত্রার মাধ্যমে সাতের দশক থেকে তিনি যে রাজনৈতিক গল্প লিখছেন সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে তার একটা ধারাবাহিক বিবর্তনের পরিচয় পাওয়া যায়।

৫

ভগীরথ মিশ্রের ছোটগল্পে রাঢ়বাংলার গ্রামীণ আঞ্চলিকতা, প্রান্তিক মানুষের জীবনকথা যেমন এসেছে তেমনই এসেছে নাগরিক মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্তের দ্বন্দ্ব ও নানাপ্রকার চৈতন্যের সংকট, শ্রেণিসংঘাত ও নানাপ্রকার মূল্যবোধের প্রকাশ। নির্বাচিত কিছু গল্পে আমরা এর সংক্ষিপ্ত পরিচয় তুলে ধরতে পারি।

'চেকভের অন্যদিন'[২৩] গল্পটিকে ভগীরথ মিশ্র দাঁড় করিয়েছেন আন্তন চেকভের লেখা 'The Death of a Government Clerk'- এর বিপ্রতীপে। চেকভের গল্পের প্রধান চরিত্র Ivan Dimitritch Tchervyakov একজন সরকারি ক্লার্ক যে একদিন অনিচ্ছাকৃত ভাবে হাঁচি দিয়ে ফেলে অন্য বিভাগের এক জেনারেলের গায়ে। সেই জেনারেল তাকে সেই মুহূর্তেই ক্ষমা করে দিলেও ইভান তাতে নিশ্চিন্ত হতে পারে না, দিনের পর দিন সে জেনারেলের কাছে নানা ভাবে মার্জনা চেয়ে চলে। অবশেষে একদিন বিরক্ত জেনারেল তাকে সত্যিই তিরস্কার করলে বাড়ি ফিরেই ইভানের মৃত্যু হয়। আলোচ্য গল্পে আমরা দেখি লেখক চরিত্রদের ভূমিকাটা কিছুটা উলটে নিয়েছেন। আজকের দিনে নিচুতলার কর্মীদের সংগঠনের জোরে কিভাবে নিছকই একটি ক্ষমাপ্রার্থনারও রাজনীতিকরণ ঘটে এবং তা আতঙ্কিত, অপমানিত বড়বাবুর মৃত্যুর কারণ হয়ে ওঠে। 'কুশল বিনিময়'[২৪] গল্পে দুই শ্রেণির সংঘাত আরো তীব্র আর স্পষ্ট ভাবে ফুটে উঠেছে। উত্তমপুরুষে বলা এই গল্পে কথক ঈর্ষা করেন প্রতিটি সুখী মানুষকে। যে ভালো আছে তাকে তিনি পারতপক্ষে কুশল প্রশ্ন করেন না। তিনি কুশল প্রশ্নের উত্তরে শুধু শুনতে চান অন্যের খারাপ থাকার খবরই। ব্যক্তিগত জীবনের অপ্রাপ্তি মানুষকে একই সমাজে বাস করেও কতখানি নিঃসঙ্গ ও পরশ্রীকাতর করে তোলে তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ এই গল্পটি। 'বাড়িউলি'[২৫] গল্পটি আমাদের মনে করিয়ে দেয় রমাপদ চৌধুরীর লেখা 'বাড়ি বদলে যায়' উপন্যাসের কথা। ভাড়াবাড়িকে কেন্দ্র করে বাড়িওয়ালা ও ভাড়াটের বিভাজনের আড়ালে নাগরিক সমাজের একরকম স্তরবিন্যাস লুকিয়ে আছে। সীতেশ ও করবী দীর্ঘদিন সঞ্চয়ের পর অবশেষে সফল হয় নিজেদের একটি বাড়ি তৈরি করে ভাড়াবাড়ির অসম্মানজনক জীবন ত্যাগ করে আসতে। কিন্তু তাতেও তৃপ্তি পায় না করবী, সে নিজেও তার নতুন বাড়ি ভাড়া দিয়ে ছয় মাসের জন্যে হলেও বাড়িউলি হয়ে উঠতে চায়। সাধারণ মানুষের এভাবে শাসিত থেকে শাসক হয়ে ওঠার আকাঙ্ক্ষায় গল্পটি অভিনবত্ব অর্জন করে। 'রঙছুট'[২৬] গল্পে ভগীরথ মিশ্র দেখিয়েছেন শৈশবও এই শ্রেণিবিভাজনের বাইরে নয়। গ্রাম থেকে শহরের বাবুর বাড়ি কাজ করতে আসা ভুটু দোলের দিন মনেপ্রাণে আশা করে সকলে তাকে এই রঙের উৎসবে সামিল করবে কিন্তু ভুটু তাদের শ্রেণির নয় বলেই যেন সে সকলের চোখের সামনে থেকেও সকলের অদেখা হয়েই থাকে। 'শৈশবের বর্ণমালা'য়[২৭] পাঠশালার উচ্চবর্ণের মৃন্ময়রা তাদের সহপাঠী জাতে ধোপা গণেশ শীট ও জাতে নাপিত ফটিক মান্নাকে বিদ্রূপ করে তাদের অক্ষর চেনার ছড়ায়- 'ধ'তে ধোপার স্থানে গনশা কেমন কাপড় কাচে/ 'ন'তে নাপিতের স্থানে ফটক্যা ভায়া দাড়ি চাঁছে।

শিশু বয়েসে তারা তাত্ত্বিক ভাবে না হলেও শ্রেণিবিভাজনের প্রয়োগগত দিক সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠেছিল- এই গল্পই তার প্রমাণ। আজ ভাগ্য ও ইতিহাসের চাকা ঘুরতে ঘুরতে সেই গণেশ হয়ে ওঠে এলাকার সবথেকে বড় নেতা। আজ সে নিজেই মৃন্ময়কে ছড়াটির কথা মনে করিয়ে দেয় ও হাসতে থাকে এবং ক্ষমতা হাতে নিয়ে গণেশদের ঘুরে দাঁড়ানোর আশঙ্কায় উচ্চবর্ণের মৃন্ময় ক্রমশ নিজেকে দুর্বল মনে করে।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - i, January 2024, tirj/January 24/article - 16
Website: https://tirj.org.in, Page No. 141 - 148
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

৬

ভগীরথ মিশ্র এই মুহূর্তে বাংলা সাহিত্যের রম্যরচনার ধারায় একজন বিশিষ্ট লেখক। বাংলায় 'সিরিয়াস' গল্প উপন্যাস রচনার পাশাপাশি দীর্ঘদিন ধরেই পাঠককে সরস গল্প উপহার দিয়ে চলেছেন তিনি। প্রকাশিত হয়েছে একাধিক রম্যরচনা সংকলনও। রম্যরচনার বিষয় হিসেবে কাল্পনিক গল্প যেমন রয়েছে, তেমনই তিনি পাঠকের সঙ্গে ভাগ করে নিয়েছেন কখনও তাঁর নিজের অভিজ্ঞতা, আবার কখনও কাল নির্বিশেষে বহুল প্রচলিত রসিকতাগুলিকে।

বিবাহিত পুরুষের স্ত্রীর প্রতি ভয় একটি বহু পরিচিত রম্যরচনার বিষয়। তাঁর 'বউকে ভয়', 'পুরুষ দুই প্রকার- অবিবাহিত ও মৃত', 'স্বামী মানে আসামী', 'ওলটানো কাছিমের কান্না', 'ভাগ্যবানের বউ মরে', 'বিড়াল- বউ- মাছি, এ তিনের এঁটো না বাছি' ইত্যাদি গল্পে কখনও কল্পনা, কখনও ছোটবেলায় শোনা কোনো কাহিনী, শিবরামের রচনা থেকে নামকরণের কোনো উপাদান, শরৎচন্দ্র কথিত কোনো গল্প, বিভিন্ন দেশের স্ত্রীভয়ে ভীত স্বামীদের নিয়ে প্রচলিত কাহিনী, বৌ- ননদ- শাশুড়িকে নিয়ে বিভিন্ন প্রবাদ বাক্য- ইত্যাদি সংকলিত হয়েছে। আবার ভগীরথ মিশ্রের হিন্দি ভাষাজ্ঞানের অভাব, যত্রতত্র ভুল হিন্দি বলে সৃষ্ট বিড়ম্বনার কাহিনী নিয়ে লিখেছেন 'আমার হিন্দি প্রেম', 'আমার হিন্দি জ্ঞানের ভিত', 'হিন্দি না জানার তৃতীয় কারণ', 'হিন্দিতে জোশ পয়দা হয়' ইত্যাদি গল্পগুলি। আবার কল্পনাপ্রসূত রম্যগল্পও তাঁর কম নয়। 'ডাক্তারের অসুখ'[২৮] গল্পে ডাক্তার নিজেই এতরকম সমস্যায় ভোগেন যে রোগী গোলোকপতিই সহানুভূতিবশত ডাক্তারের প্যাডে লিখে দিয়ে আসেন আয়ুর্বেদ ও হোমিওপ্যাথি ওষুধের নাম। 'স্যান্টোস দ্য ক্যাপ্টেন'[২৯] গল্পে লিচুবাগানের ক্রিকেট বিশেষজ্ঞ মামা তারই একদা শিষ্য বর্তমানে লিচুবাগানের সেরা ক্রিকেটার স্যান্টোস ওরফে সন্তোষের প্রতিটি পরাজয়কে অভিনব ক্রিকেটবুদ্ধি দিয়ে ব্যাখ্যা করে সবাইকে তাক লাগিয়ে দেন। এছাড়াও 'কৌতুহলাহল', 'তামাক সেবনের সুফল', একটি কাগজ কলের কিস্যা', 'ফ্রি' ইত্যাদি গল্পে নির্মল হাস্যরসের সঞ্চার করেছেন লেখক।

Reference:

১. মিশ্র, ভগীরথ, সেরা ৫০টি গল্প, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং (পুনর্মুদ্রণ), সেপ্টেম্বর, ২০২০, পৃ. ৭৪
২. তদেব পৃ. ৩০৭
৩. তদেব পৃ. ৩৭১
৪. তদেব পৃ. ৩৯২
৫. তদেব পৃ. ১১
৬. তদেব পৃ. ৩৪০
৭. তদেব পৃ. ৪৩৩
৮. তদেব পৃ. ৪৫৬
৯. তদেব পৃ. ৫০৪
১০. তদেব পৃ. ৪৬৬
১১. মিশ্র, ভগীরথ, 'শ্রেষ্ঠ গল্প', কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং (২য় সংস্করণ, পুনর্মুদ্রণ), আগস্ট ২০২২, পৃ. ৫৯
১২. ঐ, 'প্রেমের গল্প', অভিযান পাবলিশার্স, ১৭ সেপ্টেম্বর ২০১৩, পৃ. ৫৫
১৩. তদেব, পৃ. ৯
১৪. তদেব, পৃ. ৪২
১৫. তদেব, পৃ. ২০৮
১৬. ঐ, সেরা ৫০টি গল্প, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং (পুনর্মুদ্রণ), সেপ্টেম্বর, ২০২০, পৃ. ৪১৮
১৭. তদেব পৃ. ৩৫২
১৮. তদেব পৃ. ২২৪
১৯. তদেব পৃ. ২১১

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - i, January 2024, tirj/January 24/article - 16
Website: https://tirj.org.in, Page No. 141 - 148
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

২০. তদেব পৃ. ১৯০
২১. তদেব পৃ. ১৪৫
২২. ঐ, শবসাধনা, শারদীয় বর্তমান, ১৪২৯, পৃ. ২৬৯
২৩. তদেব পৃ. ১৩১
২৪. তদেব পৃ. ২৩০
২৫. তদেব পৃ. ২৭৮
২৬. তদেব পৃ. ২৯৯
২৭. ঐ, শৈশবের বর্ণমালা, শারদীয় আজকাল, ১৪২৯, পৃ. ৭৯
২৮. ঐ, হাস্যৌষধি, কলকাতা, দেজ পাবলিশিং, জানুয়ারি, ২০০৮, পৃ. ৫৩
২৯. তদেব পৃ. ৪৫